নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৪৩/২০০৬

ছায়েদুর রহমান

----সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-----রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৫.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ৫১/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০০৪ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

বাদীনি সুবাসী বেগম এর সাথে তার স্বামী আসামী ছায়েদুর রহমানের সাথে ঘটনার দুই বছর পূর্বে বিবাহ হয়। পরবর্তীতে তাহাদের একটি কণ্যা সন্তান হয়। যার বয়স ০৭ মাস। আসামী বাদীনিকে তাহার গরিব মাতার নিকট হতে ১০,০০০/- টাকা যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ঘটনার একমাস পূর্বে বাদীনিকে মারধোর করে কণ্যা সন্তানসহ এক বস্ত্রে তাড়াইয়া দেয়। ফলশ্রুতিতে বাদীনির অত্র মামলা।

বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মনবাড়িয়া কর্তৃক সি. আর. মামলা নং- ২৪৭/১৯৯৭ শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৮.০২.১৯৯৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী ছায়েদুর রহমানকে যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ এর ৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ০১ (এক) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ ছায়েদুর রহমান ফৌজদারী আপীল নং- ৫১/২০০০ দায়ের করলে বিজ্ঞ ১ম অতিরিক্ত দায়রা জজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০০৪ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী মোঃ ছায়েদুর রহমান অত্র রিভিশন মোকদ্দমা দায়ের করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত এবং নথি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করলাম। রাষ্টপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এর বক্তব্য শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মনবাড়িয়া কর্তৃক সি, আর, মোকদ্দমা নং ২৪৭/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০২.৯৯ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''বাদীনি সুবাসী বেগমের সাথে আসামী ছায়েদুর রহমানের মধ্যে অনুমান ২ বৎসর আগে ৪৫ হাজার টাকা দেন মোহরে বিবাহ হয়। জজিয়তে ঘর সংসার করা অবস্থায় তাহাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। তাহার বয়স ৭ মাস। তারপর হইতে আসামী বাদীনিকে তাহার গরীব মাতার নিকট হইতে বিবাহকালীন যৌতুকস্বরূপ ১০ হাজার টাকা আনিয়া দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। ঘটনার অনুমান ১মাস পূর্বে বাদীনিকে মারপিট করিয়া কন্যা সন্তানসহ এক বস্ত্রে পিত্রালয়ে তাড়াইয়া দেয়। ঘটনার তারিখে অর্থাৎ ০৩.০৫.৯৭ ইং ঐক্যে ২০শে বৈশাখ ১৪০৪ বাং শনিবার বাদিনীর ভাই আসামীকে দাওয়াত করিয়া আনিয়া যৌতুকের দাবী পরিহার করিয়া বাদীনিকে নিয়া ঘর সংসার করিতে অনুরোধ করিলে আসামী ১০ হাজার টাকা যৌতুক না দিলে তাহাকে নিয়া ঘর সংসার করিবে না মর্মে সাক্ষীদের মোকাবেলায় (অপাঠ্য) দিয়া চলিয়া যায়।

আসামী ছায়েদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌঃ নিঃ আঃ ৪ ধারার অপরাধ আমলে নেওয়া হয়। সে জামিনে মুক্ত হইয়া পলাতক হয়। তার বিরুদ্ধে একই ধারার অভিযোগ গঠন করা হয়। এবং তার অনুপস্থিতিতে বিচার অনুষ্ঠানের আদেশ হয়।

বিচার্য বিষয়ঃ

১। আসামী বাদীনি ও তার মাতার নিকট ১০ হাজার টাকা দাবী করে কিনা?

২। তাহাদের বিবাহের যৌতুক হিসাবে উক্ত টাকা দাবী করে কিনা?

সাক্ষী পর্যালোচনাঃ

***পি,** ডব্লিউ-১ তথা বাদীনি সুবাসী বেগম জবানবন্দীতে বলেন যে, আসামী ছায়েদুর রহমান তাহার স্বামী। মামলা করার ২ বৎসর আগে তাহার*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাথে বিবাহ হয়। তাহার একটি মেয়ে সন্তান হয়। ঘর সংসার চলাকালে ১০ হাজার টাকা যৌতুক চাইতো। ২০ বৈশাখ বিকাল ৩ টায় তাহার স্বামীকে দাওয়াত দিয়া আনে। তার কাছে ১০ হাজার টাকা যৌতুক চায়। মা বলছে মেয়ের বাবা নেই। যৌতুক না দিলে তাহাকে নিয়া ঘর সংসার করিবে না বলে। *পি, ডব্লিউ-২ আমেনা খাতুন জবানবন্দিতে বলেন যে, বাদী তাহার মেয়ে। আসামী ছায়েদুর রহমানের সাথে দুই বৎসর আগে তাহার বিবাহ দেয়। বৈশাখ মাসে ঘটনা। বিকাল ৩টার সময়। মেয়েকে আগে পাঠাইছে। ১০ হাজার টাকার জন্য। টাকা না দিতে পারায় মেয়ের জামাতা বলেছে ঘর সংসার আর করবে না।* *পি, ডব্লিউ-৩ আনছার আলী জবানবন্দীতে বলে বাদী ও আসামীকে চিনে। গত বৈশাখ মাসের ২০ তারিখ শনিবার বিকাল ৩টায় ঘটনা। আসামী বাদিনী ও তার মায়ের কাছে ১০ হাজার টাকা যৌতুক চায়। আসলে তারা খুজিয়া (অপাঠ্য) । টাকা দিতে পারবে না। আসামী বলে টাকা (অপাঠ্য) ঘর সংসার করবে না। সে উপস্থিত ছিল।* *পি, ডব্লিউ-৪ জহিরুল ইসলাম জবানবন্দীতে বলে গত ২০ বৈশাখ শনিবার অনুমান ৩ টার সময় ঘটনা। আসামী ছায়েদুর রহমান বাদীনি ও তার মায়ের কাছে ১০ হাজার টাকা যৌতুক চায়। মা দিতে পারবে না বলায় আসামী বাদীনিকে ঘর সংসার করবে না বলে।* ***সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিঃ*** *বাদীসহ ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী ও বাদী স্বামী স্ত্রী। পি ডব্লিউ-১ তথা বাদীনি সাক্ষ্যে বলে আসামী ঘর সংসার চলাকালে ১০ হাজার টাকা যৌতুক চাইতো। ২০শে বৈশাখ শনিবার তাহার পিত্রালয়ে আসিয়াও যৌতুক দাবী করে এবং না দিতে পারায় তাকে নিয়া ঘর সংসার করবে না বলে। বাদীনি তাহার সাক্ষ্য দ্বারা তাহার নালিশা দরখাস্তকে সমর্থন করিয়াছে। পি, ডব্লিউ-২ বাদিনীর মাতা ও ঘটনা বৈশাখ মাসে বিকাল ৩টায় বলেছে। ঐ সময় আসামী ১০ হাজার টাকা তার কাছে যৌতুক চায় বলেছে ও না দিতে পারায় মেয়েকে নিয়া ঘর সংসার করবে না বলে। পি, ডব্লিউ-৩ ও পি, ডব্লিউ-৪ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বাদীনি ও তার মায়ের কাছে আসামী কর্তৃক ১০ হাজার টাকা যৌতুক দাবী ও তাদের অপরাগতার কথা বলিয়াছে। তাহারা বাদী (পি, ডব্লিউ-১) ও তাহার মায়ের (পি, ডব্লিউ-২) সাক্ষ্যকে সমর্থন করিয়াছে। আসামী জামিনে গিয়া পলাতক হওয়ায় সাক্ষীদের জেরা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নষ্ট করে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনীত যৌতুক নিরোধ আইনের ৪ ধারার অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

অতএব, আসামী ছায়েদুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত যৌঃ নিঃ আঃ ৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা মতে দোষী সাব্যস্থ করিয়া তাহাকে ১ (এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। আসামী পলাতক আছে বিধায় সে গ্রেফতার বা আত্মসমর্পনের তারিখ হইতে উক্ত দন্ড কার্যকর হইবে।

স্বা/-অস্পষ্ট
মোহাম্মদ জয়নুল বারী
১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট,
ব্রাহ্মনবাড়িয়া।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ব্রাহ্মনবাড়িয়া কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৫১/২০০০-এ বিগত ইংরেজী ১৮.১০.০৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''This criminal appeal has been directed at the instance of the convict appellant Md. Sayedur Rahman against the judgment and order of conviction and sentence dated 08.02.99 passed in C.R. Case No. 247 of 97 by Mr. Md. Joynul Bari, the ld. Magistrate, 1st Class, Brahmanbaria.

The fact leading to this appeal is that the complainant brought a petition of complaint against the accused saying that she was given in marriage with the accused by dint of a registered kabinnama about 2 years back. Out of their wedlock they had one daughter naming Tanzila. It times the accused put the complainant under pressure to give him dowry amounting Tk. 10000/- from her parents. About 1 month back the complainant expressed her inability to contain money as dowry from her poor parents and to give him the same. At this the accused put the complainant under physical torture and he refused to take her wife the complainant to his house in default of

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		payment of dowry to him. On receiving the petition of complaint the Ld. Magistrate recorded the statement of the complainant u/s 200 Cr. P.C. and took cognizance of the offence u/s. 4 of the Dowry Prohibition Act. Then charge under section 4 of Dowry Prohibition Act has been framed against the accused person. But charge could not be read over explained to the absconding accused person. The comlainant in order to prove the charge reveled against the accused person examined as many as 4 witnesses. After the evidence is closed the absconding accused could not be examined u/s. 342 Cr. P.C. Thus we got no defense case. *On consideration of the facts and circumstances and the evidences on record the ld. Magistrate arrived at a decision that the complainant has been able to prove her case beyond all reasonable doubt. As such he found the accused person guilty of the charge u/s 4 of the Dowry Prohibition Act and convicted and sentenced him to suffer simple imprisonment for a period of 1 year. Being aggrieved by and dissatisfied with the aforesaid judgment and order of conviction and sentence the convict appellant preferred this appeal.* *It has been stated in the memorandum of appeal that the complainant has not been able to prove the case on the basis of the evidences on record. But the Ld. Magistrate has erred both in law and fact. He also failed to appreciate the facts and circumstances of the case which led him to arrive at a wrong decision as to that the complainant has been able to prove the charge brought against the accused person. Accordingly the ld. Magistrate erroneously found the accused person*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		guilty of the charge brought against him and convicted and sentenced him to suffer simple imprisonment. The impugned judgment and order of conviction and sentence is not sustainable in law and the same is liable to be set aside. It claims interference by this court. ***Points for determination*** *1. Whether the Ld. Magistrate was justified in passing the impugned judgment and order.* *2. Whether the impugned judgment and order of conviction and sentence is liable to be set aside in law.* ***Findings and decision*** *The ld. Advocate for the appellant appeared and made his submission before this court when this criminal appeal has been taken up for hearing. I have gone through the points raised in the memorandum of appeal and the concerned record. From their also I have got the point of both parties. As such this criminal appeal has been taken up for disposal by delivery of judgment on merit.* *It is on record as we got earlier that the complainant adduced the oral evidences of 4 witnesses before the ld. court below. Now, the relevant portion of the evidences of p.ws. are reproduced here for proper assessment and appreciation.* *P.W. 1 Subashi Begum stated in her examination in chief that the accused of the case was her husband. They have entered into a marital tie by dint of a registered kabinnama about 2 years back from the date of bringing the case. It times accused claimed Tk. 10000/- as dowry from her. On 20th Baishakh at 3 P.M. the accused claimed dowry amounting to Tk. 10,000/-. The accused refused to take*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the complainant to his house for nonpayment of dowry. *The accused was absconding.* *P.W 2 Amena stated in her examination in chief that the complainant Subashi Begum was her daughter. The accused married the complainant about 2 years back by dint of a kabinnama. Occurrence took place in the month of Baishakh. The accused refused to maintain conjugal life with the complainant due to nonpayment of dowry to him.* *The accused was absconding.* *P.W. 3 Ansar Ali stated in his examination in chief that occurrence took place in the month of Baisakh of last year at about 3 p.m. The accused claimed Tk. 10,000/- as dowry from the complainant. The accused refused to maintain conjugal life with the complainant for nonpayment of dowry to him.* *The accused was absconding.* *P.W. 4 Jahirul stated in his examination in chief that occurrence took place on 20th Baisakh of last year at about 3 p.m. The accused claimed Tk. 10000/- from the complainant and her mother. The accused refused to maintain conjugal life with the complainant for nonpayment of the dowry to him.* *The accused was absconding. The complainant claims that the complainant was the married wife of the accused. The accused refused to take the complainant in his house for nonpayment of dowry to him on 03.05.97 corresponding to 20th Baishakh at about 3 p.m. The complainant as P.W. 1 supported the complainant's case in her evidence, The P.W. 2, 3 and 4 also supported the prosecution case as to that the accused claimed Taka 10000/- as dowry from the complainant on 20th Baishakh of the last year. There*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		was no inconsistency and contradiction in the evidences of the P.Ws in respect of the alleged time, place and manner of occurrence. *It is on record that the accused at one stage appeared before the court and obtained bail. Thereafter he went on absconsion and he was not present before the trial court at the time of trial of the case. He did not cross examine the P.W. and as such the evidence of the P.Ws supporting the complainant case remained intact and unshaken. After obtaining bail from the court absconsion of the accused is a fact which is consistent with the guilt of the accused. Absconsion itself is circumstance along with other evidence on record which indicates the guilt of the accused.* *In the fact and circumstance of the case and the evidences on record and also the absconsion of the accused after going on bail from the ld. court below. I am of the opinion that the accused has committed the alleged offence. Thus it can be said that the complainant has been able to prove the charge u/s 4 of the Dowry Prohibition Act against the accused person. The ld. Magistrate has rightly held that the complainant has been able to prove the case against the accused person beyond all reasonable doubts and (illegible) found the accused person guilty of the charge brought against him. The ld. Magistrate also has rightly convicted and sentenced the accused person to suffer simple imprisonment for a period of 1 year which is quite maintainable in law and the same is not liable to be set aside. It does not claim any interference by this court. As a result appeal tails.* *Hence, it is*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

Ordered

that the criminal appeal be disallowed against the respondent-complainant. The impugned judgment and order of conviction and sentence dated 08.02.00 passed in C.R. case 247/97 by the ld. Magistrate 1st class, Brahmanbaria be upheld.

The convict appellant Sayedur Rahman is directed to surrender before the ld. court below within 30 (thirty) days from this date to serve out the sentence, In default, the Ld. Magistrate shall secure his arrest through process of law to serve out the sentence.

send down the L.C.R. along with a copy of this judgment to the ld. court below at once.

Sd/A.K.M. Nasiruddin Mahmud
Addl. Sessions Judge, 1st Court,
Brahmanbaria.

Sd/A.K.M. Nasiruddin Mahmud
Addl. Sessions Judge, 1st Court,
Brahmanbaria."

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ৫১/২০০০-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৮.১০.২০০৪ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।